পাঠক ফোরাম

চাই বিপ্লব

প্রত্যেক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকে সুন্দর দেশ গড়ার। কিন্তু পরিশেষে আমরা পাই লাশের ওপর লাশ এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত একটি দেশ। ফলে তা থেকে বের হয়ে আসার কোনো পথ নেই। রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ দেশকে একটি চক্রের মধ্যে আবদ্ধ করে জনগণকে উপহার দিচ্ছেন অশান্তি ও অসহায়ত্ব। ফলে এখন সময় এসেছে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল দেশ গড়ার জন্য মহাবিপ্লবের। আর এই বিপ্লব সংঘটিত হবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

এমআর আমীন
m-amin@hotmail.com, U.K.

স্বপ্নের প্রেমিকা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী 'সেই পারু এই পারু আপনার প্রেমিকা' আমাদের মনে পুনরায় নাড়া দিলো। যেমনিভাবে মন কেড়েছে নায়িকা চরিত্রগুলো।

কখনো স্বপ্নের রাজকন্যা, কখনো প্রেমিকা। এমনিভাবেই চরিত্রগুলোর পরিস্ফুটন ঘটে। একসময় হয়তো মনের অজান্তেই নিজের প্রেমিকা ভাবতে শুরু করেছে কেউ কেউ। সুচিত্রা, ভারতী দেবী, যমুনা বড়ুয়া, সন্ধ্যারানী, সুনন্দা দেবী আর পারু বা পার্বতী বিজয়া, লাবণ্য, নির্মলা, চারুলতা, কপিলা মিলেমিশে একাকার। সাহিত্যের ছোঁয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শক মন ছুঁয়ে যায়।

মনিরুল ইসলাম মনির
manir-143@hotmail.Com

ইদানীং টিভি নাটক

নাটক সমাজের দর্পণ। সমাজের বাস্তব চিত্র বা ঘটনা নাটকের মাধ্যমে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইদানীং টিভি নাটক মানেই যেন সস্তা প্রেমের উপাখ্যান, অভিজাত বাড়ি, সাজানো ড্রইং রুম, দামী ডাইনিং টেবিলে রকমারি খাবারের দৃশ্য প্রায় নাটকেই দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজের শতকরা কতজন লোক বিলাসবহুল জীবন যাপন করে? সমাজের বিরাট অংশের বসবাস গ্রামে এবং তারা দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। কাজেই টিভি নাটকের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে সমাজের অবহেলিত অবকাঠামো নিয়ে নাটক নির্মাণ করে সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে সুশীল সমাজ মনে করে।

মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
জনতা ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়
১ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

নতুন ফ্লাইট

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে চট্টগ্রামের অধিকাংশ প্রবাসী ব্যবসায়ী এবং কর্মজীবী। চট্টগ্রামের অধিকাংশ প্রবাসী বাংলাদেশ বিমানে যাতায়াত করে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করা। আমাদের অনেক চেষ্টার ফলে আজ চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়েছে। আমরা সৌদি আরবস্থ চট্টগ্রাম প্রবাসীরা রিয়াদ-চট্টগ্রাম-রিয়াদ বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

Md.Salah Uddin, Post Box-73008, Riyadh No-11538, K.S.A

প্রতারণা

ইসলামী ট্রেড এন্ড কমার্স লিঃ (এসডিএস ফাউন্ডেশন) বেলটিয়া বাড়ি, টাঙ্গাইলের অধীন ময়মনসিংহ শহর শাখায় আমার নগদ জমা/সঞ্চয় সতেরো হাজার সাতশ' টাকা। আমার মতো অনেক লোক শহর শাখায় সঞ্চয় রেখেছিল। সাধ্যমত চেষ্টা করেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কারো সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। আমার মতো অনেক ভুক্তভোগী অসহায় লোকগুলো তাদের টাকা ফেরত চাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

অশোক কুমার ঘোষ
সি.কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ

মলিয়েরের কমেডি

মলিয়েরের 'দি মাইজার' অবলম্বনে লোক নাট্যদলের কমেডি নাটক 'কঞ্জুস' বিটিভিতে প্রদর্শিত হলে খুব ভালো হতো। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাসে সম্ভবত এটাই সর্বাধিক মঞ্চায়িত নাটক। গত বছর পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রদর্শন হবার পর এর প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিলো ৪০০।

ডাড়লী করিম
মিরপুর-১, ঢাকা

সেভ দ্য চিলড্রেন

গাবতলী, গুলিস্তান, সায়েদাবাদসহ বিভিন্ন টার্মিনালে দেখা যায় অবুঝ শিশুদের আহাজারি। না খেয়ে বহু শিশুই আজ ধুকে ধুকে মরতে বসেছে। এই টোকাইদের প্রতি আমরা কতটা সহানুভূতিশীল? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া সত্যিই কঠিন। শিশুরা খাবার না পেয়ে চুরি পর্যন্ত করছে। তুবও সেই সব শিশুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই।

কাজী হৃদয় ইসলাম
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা

প্রসঙ্গ বাজেট

কতই না বাজেট পাস হয়েছে গত ৩০ বছরে। আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে বাজেট তৈরি হয়। হরিলুটের হিসাব মিলিয়ে 'আঙুল ফুলে কলা গাছ' তৈরি হয়, হয়েছে, হয়তো আগামীতেও হবে। যে দেশটির জন্য বাজেট তৈরি হয় সে দেশের জনগণের কি হয়?

এখনই সময়

বাংলাদেশে এইচ আইভি/এইডস দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের ভেতর সচেতনতার বড্ড অভাব। কারণ বেশির ভাগ লোকেই জানে না কিভাবে এইচআইভি/এইডস ছড়ায়। তাই তো এইচআইভি/এইডস রোগীরা Discriminate ও Stigmatize হয়ে কমিউনিটিতে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে, অন্যদিকে রাগের বশবর্তী হয়ে অন্যদের ভেতর রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মানবাধিকারে এই রোগে আক্রান্তদের অধিকারগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তাদের কোনো রকম ডিসক্রিসিনেশন ছাড়াই সমাজে বসবাসের অধিকার, ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো সাধারণ জনগণের মতো আমাদের দেশের অনেক ডাক্তারও ঠিকমতো জানে না এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে। সুতরাং দেখা গেছে, অনেক ডাক্তার এ ধরনের রোগী দেখলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও নার্স পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর আয়ারা ফিসফিসানি শুরু করে। কিন্তু অন্যান্য রোগের মতো এইচআইভি/এইডসও একটা সাধারণ রোগ কিন্তু আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং রোগকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কারণে তা আজকে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত আক্রান্তদের মানবাধিকার ও আইনগত অধিকারের দিকে তাকিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে তারা নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় সবার সামনে আসতে পারে, নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।

তাছলিমা খাতুন, পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা

পুলিশ হোক বন্ধু

কথায় বলে 'মাছের রাজা ইলিশ আর পথের রাজা পুলিশ'। নিরীহ জনগণ হয়রানির শিকার হচ্ছে দুই ভাবে– এক হচ্ছে, সন্ত্রাসীদের কাছে থেকে আর এক হচ্ছে পুলিশের কাছে। সাধারণ জনগণের সন্ত্রাসী ও পুলিশের হয়রানির চাপে পড়ে ঘর থেকে বের হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বহির্বিশ্বের জনগণের কাছে পুলিশ নিরাপত্তার ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ পুলিশ দেখলে সন্ত্রাসীদের চেয়েও বেশি ভয় পায়। কারণ পুলিশি হেফাজতে আসামির মৃত্যু। পুলিশ ধর্ষণকারী। ১৯৯৬ সালে দিনাজপুরে পুলিশ ইয়াসমিনকে প্রথমে ধর্ষণ করে পরে মেরে ফেলে। পুলিশি হেফাজতে রুবেলের করুণ মৃত্যু। তাহলে বলুন নিরীহ জনগণ পুলিশি হয়রানির শিকার হচ্ছে রীতিমতো তাই নয় কি? পত্রিকার পাতা খুললে দেখা যায় পুলিশের নির্যাতনে আসামির মৃত্যু। খবরগুলো চোখে পড়ে তখনই মনটা বিগড়ে যায়। পুলিশ জনগণের নিরাপত্তার জন্য কাজ করবে। আর সেজন্য সরকার পুলিশ বাহিনী তৈরি করেছে। পুলিশের কাছ থেকে আমরা সব সময় এর উল্টোটা আশা করবো। পুলিশ হোক আতঙ্ক, নিরীহদের বন্ধু।

হারুন অর রশীদ (বাবু), সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর-৭, ঢাকা

টোকাই

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, মৌলিক চাহিদাগুলো হয় সোনার হরিণ। নিরাপত্তা নির্ভর করে ক্ষমতাশালীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। বাজেট যাই হোক, এ জাতির ভাগ্যে তলাবিহীন ঝুড়িটা ছাড়া আর কিছু কি জুটবে? ১৪ কোটি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন হোক না হোক, ৬০ সদস্যের মন্ত্রিসভার সদস্যের বিপুল উন্নতি হবে।

কামরুজ্জামান রনি
সুইস, চট্টগ্রাম

মুক্তার জন্য...

মুক্তা! ইডেন কলেজের দর্শন বিভাগের এক মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু তার জীবন প্রদীপ এখন নিভু নিভু। কারণ তার দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। সে এখন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডাক্তাররা বলেছে, মুক্তাকে বাঁচাতে হলে তার শরীরে এখনই একটি কিডনি সংযোজন অতি জরুরি। তার কিডনি সংযোজনের জন্য দরকার কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা, যা তার বাবার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। আমরা কি পারি না এই সুন্দর আলোকিত পৃথিবীতে মুক্তার গড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করতে? এজন্য দরকার একটু সহযোগিতা, একটু সহমর্মিতা। মুক্তার জন্য একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়েছে।

হিসাব নং ১৭৫৩, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় শাখা, আজিমপুর ঢাকা-১২০৫।

হানিফ সরকার, ২২৪, শেরেবাংলা হল, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭

পুলিশি সংস্কার

রাজধানীতে অপরাধ তৎপরতা এবং তার প্রতিকার প্রতিরোধের ধরন দুটো বদলে যাচ্ছে। অপরাধীচক্র তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। বিপুল অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলে তা অনুগত অপরাধীদের মধ্যে বিতরণ করছে। প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখতে আত্মীয়-স্বজন পরিবারের সদস্যদের কাজে লাগাচ্ছে। নিজেরা আড়ালে নিরাপদ দূরত্বে থেকে অপরাধ শিল্পে নিয়োগ করছে। তাদের কেউ কেউ ঢাকা থেকে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিচ্ছে অথবা বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন দরকার সম্পূর্ণভাবে পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে এই মনিটরিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা

প্রিয় মেয়রকে বলছি

মাননীয় মেয়র, ঢাকাবাসীর বিশাল আস্থা আপনার প্রতি রয়েছে। ঢাকাবাসী বিশ্বাস করে, আপনি এই রাজধানীর পাহাড়সম সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। যদিও আমরা জানি সব সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়, তবুও নগরবাসী আপনার আন্তরিক উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে আছে। ঢাকাকে সুন্দর ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে পরিকল্পিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমরা আশা করবো, আপনি আজই সেই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ঢাকাবাসী আশু সমাধান কামনা করে যানজট থেকে মুক্তি পাবার। আপনি এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এছাড়াও আপনি অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, সন্ত্রাস, পানি সমস্যা, যাতায়াত সমস্যাসহ নাগরিক জীবনের নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানে ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ করুন। ঢাকাকে দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তুলতে পরিকল্পিতভাবে শহরব্যাপী ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে। সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলতে হবে ঢাকাকে। এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবেন কি? আপনার সফলতা কামনা করছি।

সৈয়দ নাসিমুল খায়ের কল্লোল
গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা

স নি র জ ন্যে ই উ টো পি য়া

আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম তাহলে নির্দেশ দিতাম 'সনি'র হত্যাকারী সন্ত্রাসী মুকি ও টগরকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ধরতে না পারলে পুলিশের সংশ্লিষ্ট জোনের ডিসিকে বরখাস্ত করা হবে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা বরাদ্দ থাকতো পুলিশ কমিশনার এবং তারও পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এজন্য এই ১৪৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের ধরতে না পারলে একে একে তিনজনকে বরখাস্তের আদেশ দিতাম। আমি যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতাম তাহলে প্রথমেই ধরতাম সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসেবে চিহ্নিত (পত্রিকান্তরে প্রকাশিত) এমপিকে, যাতে তিনি সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিতে বাধ্য হন। এতে কাজ না হলে রেডিও-টিভিতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম প্রচার করে সন্ত্রাসীদ্বয়কে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে জানাতাম যে, অন্যথায় তাদের আত্মীয়-পরিজনদের আটক করাসহ সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। এতেও কাজ না হলে আমি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতাম। কিন্তু হায়! আমি যে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নই, আমার যে আইনগত কোনো ক্ষমতা নেই, সেজন্যে কোটি কোটি সাধারণ নাগরিকের মতো ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণায় এবং কিছু করতে না পারার তীব্র আত্মদংশনে জর্জরিত হচ্ছি অহর্নিশ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক স্থপতি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

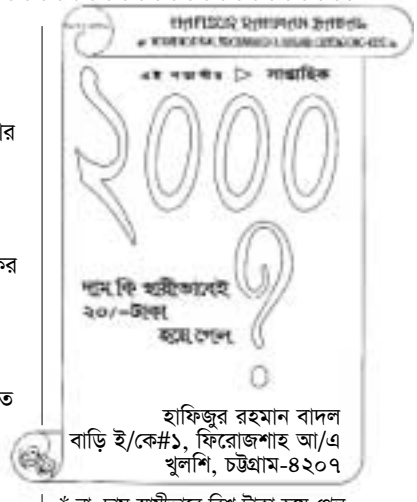

হাফিজুর রহমান বাদল
বাড়ি ই/কে#১, ফিরোজশাহ আ/এ
খুলশি, চট্টগ্রাম-৪২০৭

** না, দাম স্থায়ীভাবে বিশ টাকা হয়ে গেল না। বিশ্বকাপের সময়ে রঙিন পৃষ্ঠা বাড়ানোর কারণে দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন থেকে প্রতি সংখ্যা আবার পনেরো টাকায় কিনতে পারবেন।*- **বি. স.**

আমরা এমনই

বিশ্বকাপ ফুটবলে জাতিগতভাবে আমাদের গর্ব-গৌরবের কিছু না থাকলেও এ নিয়ে এখনকার দিন-প্রতিদিনে আমাদের আনন্দ-উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা নেই! সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, এই উত্তেজনা যখন অপ্রীতিকর ঘটনায় পরিণত হয়। ফুটবল সম্বন্ধে সবিশেষ অজ্ঞ রিকশাওয়ালা শফিকুল ইসলাম খর রোদে রিকশা চালিয়ে একমাত্র পুত্রের অবুঝ আব্দার মেটাতে একটা ব্রাজিলের পতাকা কিনে তার রিকশায় লাগিয়েছিলো। দু'জন তরুণ আরোহীর 'ব্রাজিলের পতাকা কেন, আর্জেন্টিনা নয় কেন' আগ্রাসী বিতর্ক শেষমেশ হাতাহাতি ও জটলার সৃষ্টি করে! সেদিন পথ চলতে গিয়ে রক্তাক্ত রিকশাওয়ালা শফিকুল ও তার পুত্রের জন্য কেনা ছিন্নভিন্ন পতাকাটা দেখে আবারও মনে তোলপাড় করে একটা প্রশ্ন, আমরা এমন কেন?

সামুয়েল ইকবাল, রয়্যাল পেপার স্টোর, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর